দুনিয়ার মজদুর এক হও!

রিকশা, ব্যাটারী রিকশা, ইজি বাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

২৩/২ তোপখানা রোড (নীচ তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১ ১৯৮৮১১, ০১৭১১ ২২৭৫১৯

তারিখঃ ১১ জুলাই ২০২১

বরাবর
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

বিষয়ঃ বিকল্প ব্যবস্থা না করে ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ না করা এবং ৫০ লাখ চালক ও তাদের উপর নির্ভরশীল আড়াই কোটি মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার আবেদন ।

জনাব,

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নেবেন।

আমরা ইতোমধ্যে মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত হয়েছি গত ২০ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে সড়ক পরিবহণ টাস্কফোর্স এর সভায় সারাদেশে ব্যাটারি রিকশা ও ভ্যান চলাচল বন্ধ এবং পর্যায়ক্রমে ইজিবাইক, নসিমন, করিমন ও ভটভটিকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আপনি জানেন, সারাদেশে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক, রিকশা ও ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এটা সাধারণ মানুষের একমাত্র বাহন। এই সব রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক যাত্রী পরিবহণ, পণ্য পরিবহণ এমনকি রোগী পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎচালিত বলে এই সব বাহন শব্দ দূষণ কিংবা পরিবেশ দূষণ করে না। ছোট ছোট গলিপথে চলাচল করতে পারে এবং ভাড়া কম বলে এই সব বাহন দ্রুত সারা দেশে প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় বাহনে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তার যে কোন বিকল্প নেই তা বলা হয়েছে। আমরাও দীর্ঘদিন ধরে জনগনের সস্তা, সহজলভ্য বাহন হিসেবে এর নকশা আধুনিকায়ন এবং ব্রেক ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইকসহ যান্ত্রিক যানবাহনের দ্রুত লাইসেন্স প্রদান করাসহ ৪ দফা দাবি জানিয়ে আসছি।

আপনি জানেন, বাংলাদেশে বৈধভাবে ব্যাটারি ও মটর আমদানি এবং তৈরি হয়। ব্যবসায়ীরা তা বিক্রি করেন। মেকানিক বা মিস্ত্রিরা এই ব্যাটারি ও মটর লাগিয়ে রিকশা তৈরি করেন। রিকশা চালানোর মত কষ্টকর ও অমানবিক শ্রমের কাজ আর নেই। ব্যাটারি লাগানোর কারণে চালকদের কিছুটা শারীরিক শ্রম লাঘব হয়, ফলে এই রিকশা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তার শেষ সম্বল বিক্রি করে বা ঋণ নিয়ে রিকশা কিনে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত। করোনায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হচ্ছে। করোনার প্রথম ধাক্কায় নতুন করে ২ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। এই সময়কালে রিকশা বন্ধ করে দিলে আরও ৫০ লাখ রিকশা, ব্যাটারি রিকশা ও ভ্যান, ইজিবাইক চালক বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। পরিবহণের সাথে যুক্ত চালক ও তাদের উপর নির্ভরশীল প্রায় আড়াই কোটি মানুষ বা তাদের পরিবার পরিজন জীবন- জীবিকা হুমকির মধ্যে পড়বে এবং তারাও নতুন করে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাবে যা কারো কাম্য নয়।

অতএব, আমরা আশা করি আপনি জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে ও আড়াই কোটি মানুষের জীবন জীবিকার বিষয়টিকে মানবিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবেন। ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ব্রেক পদ্ধতির আধুনিকায়ন করে এই যানবাহনকে নিরাপদ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ তাতে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করবে।

আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, লক্ষ লক্ষ রিকশা শ্রমিক, ক্ষুদ্র মালিক ও এর সাথে যুক্ত অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন। সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত নিম্নলিখিত ৪ দফা দাবি বাস্তবায়ন করে রিকশা চালকদের জীবন জীবিকা রক্ষা এবং যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা আপনার কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

দাবিসমুহঃ

১. সারাদেশে ব্যাটারি রিকশা ও ভ্যান চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ৫০ লাখ মানুষের আত্মকর্মসংস্থান ও আড়াই কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে হবে।

২. প্রকৌশলী, পরিবহন বিশেষজ্ঞ, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় অভিজ্ঞ মেকানিকদের নিয়োগ করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের যথোপোযুক্ত নকশা এবং নিরাপদ ব্রেক পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালা প্রনয়ণ করে ব্যাটারি রিকশার লাইসেন্স প্রদান করতে হবে।

৩.বিকল্প ব্যবস্থা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ছাড়া রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা বা যানবাহন ও ইজিবাইক উচ্ছেদ ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪. প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে রিকশা, ইজিবাইক সহ স্বল্প গতির এবং জনগণের সীমিত গতির যানবাহন চলাচল করার স্বার্থে এবং লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন, সার্ভিস রোড নির্মাণ করতে হবে। হয়রানি, নির্যাতন ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

পুনঃশুভেচ্ছাসহ

খালেকুজ্জামান লিপন
আহ্বায়ক
রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ

প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন
সদস্য সচিব
রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ